

# নেচার ইনডেক্স র‍্যাঙ্কিংয়ে দেশসেরা আইইউবি

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশ: ২৯ মে, ২০২৬ ১১:১৩



সংগৃহীত ছবি

নেচার ইনডেক্স ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)। সামগ্রিকভাবে দেশের সব গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে আইইউবির অবস্থান পঞ্চম।

আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে তৃতীয়। পদার্থবিজ্ঞান (ফিজিক্যাল সায়েন্সেস) গবেষণার ক্ষেত্রেও এই র‍্যাঙ্কিংয়ে দেশের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় আইইউবি।

আন্তর্জাতিক গবেষণা মূল্যায়ন প্ল্যাটফর্ম নেচার ইনডেক্স বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের ভিত্তিতে এই র‍্যাঙ্কিং তৈরি করে। ২০২৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত গবেষণাকর্মের ওপর ভিত্তি করে এবারের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

মোট চারটি গবেষণা প্রবন্ধ থেকে আইইউবির নেচার  
ইনডেক্স শেয়ার স্কোর দাঁড়িয়েছে ০.৬৩।

আইইউবির সেন্টার ফর কম্পিউটেশনাল অ্যান্ড ডেটা  
সায়েন্সেসের (সিসিডিএস) কম্পিউটেশনাল ফিজিক্স  
উইংয়ের পরিচালক ও ফিজিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগের  
সহকারী অধ্যাপক ড. জুয়েল কুমার ঘোষের দুটি গবেষণা  
প্রবন্ধ এবারের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভূমিকা রেখেছে। প্রবন্ধ দুটি  
হলো ‘স্কেল উইদাউট কনফর্মাল সিমেন্ট্রি ইন  
হাইড্রোডায়নামিক্স’ এবং ‘হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম  
ইন মাল্টি-ওয়েইল সেমিমেটালস।’ এগুলো প্রকাশিত  
হয়েছে যথাক্রমে ইউরোপিয়ান ফিজিক্যাল জার্নাল সি  
এবং জার্নাল অব হাই এনার্জি ফিজিক্সে।

এ ছাড়া আইইউবির সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেস  
সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিকসের (কাসা) সহযোগী

সদস্য ড. আনোয়ার জামান সজীব ‘অ্যান অ্যাকিউরেট মেজারমেন্ট অব দা স্পেকট্রাল রেজোলিউশন অব দা জেডব্লিউএসটি নিয়ার ইনফারেড স্পেকট্রোগ্রাফ’ শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটিও এই র‍্যাঙ্কিংয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি প্রকাশিত হয়েছিল অ্যাস্ট্রনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রফিজিক্স সাময়িকীতে।

আইইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. ম. তামিম বলেন, ‘অর্থবহ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক পরিবেশ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অনুসন্ধানভিত্তিক গবেষণা সংস্কৃতি প্রয়োজন। আইইউবি গত কয়েক বছরে সেই পরিবেশ গড়ে তুলতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সক্ষমতার ক্রমবর্ধমান পরিপক্বতার প্রতিফলন।

আইইউবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. ড্যানিয়েল ডব্লিউ. লুড বলেন, ‘নেচার ইনডেক্স বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বিশ্বের স্বীকৃত শীর্ষ বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণাকে মূল্যায়ন করে। এই র‍্যাঙ্কিংয়ে আইইউবির অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা ও মানকে তুলে ধরেছে।’

২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করা নেচার ইনডেক্সকে উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূল্যায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নেচার, সায়েন্স, নেচার ফিজিক্স, দা ল্যানসেট, সেল, জার্নাল অব হাই এনার্জি ফিজিক্স এবং অ্যাস্ট্রনমি ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এর মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ এই সূচকে বিবেচনায় নেওয়া হয়।